মুর‍্যাল উদ্বোধন করছেন ভাস্কর রাশা ও জিটিসিএল-এর পরিচালক (অপারেশন) কে এইচ এ সালেক

# মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় জাগে দেশপ্রেম

সাত বীর ও মানচিত্র আমাদের মুক্তিযুদ্ধের প্রতীক

*লিখেছেন* **মহিউদ্দিন নিলয় ও মারুফ রনি**

১ এপ্রিল। বিশ্বজুড়ে চলে একে অপরকে বোকা বানানোর প্রতিযোগিতা। গত বছরের পুরো এপ্রিল এ দেশের সবাইকে বোকা বানানোর অভিযানে নেমেছিলেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আবদুল জলিল। তার দেয়া ৩০ এপ্রিলের ডেডলাইন সারা দেশেই আতঙ্ক ছড়িয়ে দেয়। সরকারের গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনাগুলোতে বসে সেনাবাহিনীর প্রহরা। এমনই একটি জায়গা গ্যাস ট্রান্সমিশন কোম্পানি লিমিটেড (জিটিসিএল)। নিরাপত্তার জন্য সেনাবাহিনী কেটে ফেলে সেখানকার বেশ কিছু বড় গাছ। এ দৃশ্য আহত করে পেট্রোবাংলার এক কর্মকর্তাকে। কেননা, এ গাছগুলো ছিল মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি। এখান থেকেই মুক্তিযোদ্ধারা তাদের মিশন চালিয়েছেন। মুক্তিযুদ্ধের কথা ভাবতে ভাবতেই তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন দেশের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এ স্থানে কিছু একটা করা দরকার। মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি সম্মান জানানো দরকার। এ চিন্তার প্রয়োগ ঘটালেন কিছু মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক মুর‍্যাল নির্মাণের মধ্য দিয়ে। ওই কর্মকর্তার নাম কেএইচএ সালেক। তিনি জিটিসিএলের পরিচালক (অপারেশন)। আশুগঞ্জে অবস্থিত এ জিটিসিএল দেশের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি স্থান। এখান থেকেই নিয়ন্ত্রিত হয় সারা দেশের পাওয়ার এবং এনার্জি। তাই সব সময় নিরাপত্তার মধ্যে রাখা হয় এ এলাকা। পেট্রোবাংলার তত্ত্বাবধানেই চলে জিটিসিএল। কেএইচএ সালেক অস্ত্রহাতে মুক্তিযুদ্ধ করেছেন। পেট্রোবাংলায় তার সহকর্মী আরো দু'জন মুক্তিযোদ্ধা মুজাহিদ উদ্দিন হোসেন এবং সিরাজকে নিয়ে তিনি কাজ শুরু করেন।

মুক্তিযুদ্ধে শহীদ হওয়া ৭ জন বীরশ্রেষ্ঠর ছবি, নাম ও সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়ে একটি অসাধারণ স্মৃতি মুর‍্যাল নির্মাণ করা হয়েছে এখানে। মুর‍্যালটির সামনে সবুজ ঘাসের মধ্যে বৃত্তাকার লাল রঙ এবং লালের মাঝখানে মানচিত্র এঁকে বানানো হয়েছে মুক্তিযুদ্ধকালীন বাংলাদেশের পতাকা। ছোট পরিসরে এবং ছোট ক্যানভাসে সহজেই ধারণা পাওয়া যায় দেশমাতৃকার জন্য আত্মত্যাগ করা ৭ বীর সম্পর্কে।

মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা করার জন্য রণাঙ্গনকে ভাগ করা হয়েছিল ১১টি সেক্টরে। এ সেক্টরগুলোতে ছিলেন কমান্ডার এবং সাব কমান্ডার। তাদের পরিচালনায় যুদ্ধ করেছে দেশের মুক্তিকামী বীর সেনারা। একটি মানচিত্রের মুর‍্যাল নির্মাণ করা হয়েছে এখানে। মানচিত্রে দেখানো হয়েছে ১১টি সেক্টর এলাকা। প্রতি সেক্টরের কমান্ডার এবং সাব কমান্ডারের ছবি। নাম দেয়া আছে মানচিত্রে। 'আমরা তোমাদের ভুলবো না' শিরোনামের এ মানচিত্রের মুর‍্যালটি দেখলেই মুক্তিযুদ্ধের রণাঙ্গন মনে হয়। সামনেই স্বাধীন বাংলার পতাকা। যুদ্ধ এবং স্বাধীনতা সবই এ দেশের মুক্তিযোদ্ধাদের দান।

মুক্তিযুদ্ধের উৎসাহ এবং উদ্দীপনার পেছনে বড় শক্তি হিসেবে কাজ করেছে ভাষা আন্দোলন। সেই আন্দোলনের প্রতিও সম্মান জানাতে ভুল করেননি জিটিসিএল কর্মকর্তারা। তাই তো ৫ ভাষাশহীদের ছবি, নাম ও সংক্ষিপ্ত বিবরণী দিয়ে তৈরি করেছেন

**'মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে আমার চেতনার বাস্তবায়ন করার চেষ্টা করেছি এ কাজের মধ্য দিয়ে। আগামীতে যারাই এখানে আসবে, এ কাজ তাদের স্মরণ করিয়ে দেবে মুক্তিযুদ্ধ এবং ভাষা আন্দোলনের কথা'**

**কেএইচএ সালেক**
পরিচালক (অপারেশন), গ্যাস ট্রান্সমিশন †Kv¤úvwb লিঃ

**‘এখানে যারা কাজ করছে, তারা জাতির সম্পদের জন্য কাজ করছে। এটা জাতীয় সম্পদের জায়গা। এখানে মুক্তিযুদ্ধ এবং ভাষা আন্দোলনের স্মৃতির প্রতি যে সম্মান জানানো হয়েছে, তা সত্যিই প্রশংসার দাবিদার’**

**রাশা**
ভাস্কর

একটি মুর‍্যাল। তার চারপাশের বিভিন্ন গাছে ঝুলিয়ে দেয়া হয়েছে বাংলা বর্ণনমালার একেকটি বর্ণ। এ বর্ণগুলোর পাশাপাশি শহীদ ভাষাসৈনিকদের মুর‍্যাল মনে করিয়ে দেয় ’৫২-র ভাষা আন্দোলনের কথা। বাঙালি জাতির গৌরবান্বিত সাফল্যের কথা। বড় ৩টি মুর‍্যাল ছাড়াও জিটিসিএলের একটি বিরাট অংশ জুড়ে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে নির্মাণ করা হয়েছে ছোট ছোট কিছু মুর‍্যাল। মুক্তিযুদ্ধের ৭ বীরশ্রেষ্ঠ এবং ভাষাশহীদদের আলাদা আলাদা ছবি ও বৃত্তান্ত রয়েছে এগুলোতে।

মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতির উদ্দেশ্যে নির্মাণ করা এ মুর‍্যালগুলো উদ্বোধন করানোর জন্য বড় রকমের আনুষ্ঠানিকতায় যেতে পারেননি জিটিসিএল কর্মকর্তারা। নিরাপত্তাজনিত ব্যাপার থাকায় অনেককেই এখানে আনা সম্ভব হয়নি। আর যারা আসতে পারতেন তাদের অনেকেই আসেননি। জিটিসিএল কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলাপকালে জানা যায় এসব বিষয়। বড় ৩টি মুর‍্যাল তাই নিজেরা উদ্বোধন করেছেন। কর্মকর্তা-কর্মচারীরা সবাই মিলে অংশগ্রহণ করেছেন শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত। ছোট মুর‍্যালগুলো উদ্বোধনের জন্য আসেন বিখ্যাত ভাস্কর রাশা। এ ভাস্কর্য শিল্পী জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে পুরস্কৃত হয়েছেন। তিনি অস্ত্র হাতে অংশগ্রহণ করেছেন মুক্তিযুদ্ধে। উদ্বোধনের আগে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে গিয়ে তিনি বলেন, ‘এখানে যারা কাজ করছে, তারা জাতির সম্পদের জন্য কাজ করছে। এটা জাতীয় সম্পদের জায়গা। এখানে মুক্তিযুদ্ধ এবং ভাষা আন্দোলনের স্মৃতির প্রতি যে সম্মান জানানো হয়েছে, তা সত্যিই প্রশংসার দাবিদার।’

কাজের প্রধান উদ্যোক্তা কেএইচএ সালেক তার প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেন, ‘মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে আমার চেতনার অনেকটা বাস্তবায়ন করার চেষ্টা করেছি এ কাজের মধ্য দিয়ে। জিটিসিএলর সব কর্মকর্তা এবং কর্মচারী মিলেই এটা সম্ভব করেছে। আগামীতে যারাই এখানে আসবে, এ কাজ তাদের স্মরণ করিয়ে দেবে মুক্তিযুদ্ধ এবং ভাষা আন্দোলনের কথা।’ এ কাজের অন্যতম আরেকজন উদ্যোক্তা মুজাহিদ উদ্দিন হোসেন জানান, ‘আগামী প্রজন্মের মধ্যে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ছড়িয়ে দেয়ার জন্যই আমাদের এ প্রয়াস। এ কাজ মুক্তিযুদ্ধের কথা মনে করিয়ে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করবে জিটিসিএলের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের।’

*মানচিত্রে ফুটে উঠেছে মুক্তিযুদ্ধের রণাঙ্গন*

*ভাষার জন্য যাঁরা আত্মাহুতি দিল তাঁদের স্মরণে*

**‘আগামী প্রজন্মের মধ্যে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ছড়িয়ে দেয়ার জন্যই আমাদের এ প্রয়াস। এ কাজ মুক্তিযুদ্ধের কথা মনে করিয়ে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করবে জিটিসিএলের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের’**

**মুজাহিদ উদ্দিন হোসেন**
ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার, গ্যাস ট্রান্সমিশন †Kv¤úvwb লিঃ

জীবনানন্দ দাসের কবিতা থেকে উদ্ধৃত করে রাশা বলেন, আলো ফুটবার আগের সময়টাই সবচেয়ে বেশি অন্ধকার। সত্যিকার অর্থেই দেশ এখন চরম ক্রান্তিকাল পার করছে। চারদিকে হতাশার অন্ধকার। এ অন্ধকারের মাঝে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ছড়িয়ে দেয়ার প্রয়াস সবাইকে আশার আলো যোগাবে। এ রকম উদ্যোগ যদি সরকারি ও বেসরকারি প্রতিটি প্রতিষ্ঠান গ্রহণ করে তাহলে এটা আরো বেশি ব্যাপ্তি পাবে। খুব অল্প কাজের মধ্য দিয়েই ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দেয়া যাবে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা।

ছবি : **সালাহ উদ্দিন টিটু**